সিডনী'র এক পথকলি

জামিল হাসান সুজন

হাসানকে আপনারা চিনবেন না। আমিও চিনতাম না। রাজশাহী শহরে বাড়ি। স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে কিছু কাল আগে সিড্নীতে এসেছে। এখানেই পরিচয়। খুবই প্রাণবন্ত হসিখুশি ছেলে। তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো সে খুব উচ্চ স্বরে কথা বলে আর কথা বলে খাস রাজশাহীর স্থানীয় ভাষায়। তাকে নিয়েই আমাদের আজকের এই পথের কড়চা।

দিন ক্ষণ সেভাবে মনে নাই। ট্রেনে করে সিটি থেকে বাসার দিকে ফিরছি। বেশ ভিড় ট্রেনের মধ্যে। সিডেনহ্যাম স্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালো। ঠিক আমার বগিতেই আমাদের হাসান এসে উঠলো। প্রথমে সে আমাকে খেয়াল করেনি কারণ আমি ছিলাম এক কর্ণারে। একটু পরে যখন আমাকে দেখতে পেল তখন সে চিৎকার করে উঠলো এবং স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বললো, 'আরে ফয়শাল ভাই, কেমন আছেন?' আমি কোনরকমে মাথা নাড়লাম।

এখানে লোকজন এত জোরে কথা বলেনা। আশে পাশে কয়েকজন বাংলাদেশীও আছে। তারা আমাদের উভয়ের দিকে ঔৎসুক্য ভরে তাকিয়ে রইলো। হাসান চিৎকার করে বললো,'ফয়শাল ভাই - আপনি যে একটা রেশ্টুরেন্টে কিচেন হ্যান্ডের কাজ করতেন ওড্যা কি এখনও করছেন?' আমি লজ্জায় লাল হলাম এবং মনে হলো সব বাঙ্গালী যাত্রীরা আমার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে আছে। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। জানিনা তার কথা এবং গতি বিধি এর পর কোন্ দিকে যাবে। সাদা যাত্রীরাও হাসানকে দেখছে। সে খুশিভরা কণ্ঠে আবারও হাঁক দিল, 'আপনাকে একটা ভালো খবর দিই - - আমিতো একটা ক্লিনিং জব্ প্যায়া লিয়াছি'। কথাটা বলতে বলতে সে লোকজনের ভিড় ঠেলে 'এশ্কিউজ মি - এশ্কিউজ মি' করতে করতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম তার পরবর্তী কথার জন্য। সে ঠিক আমার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং আবারও সজোরে এবং সগর্বে বলতে লাগলো,'আমি কিভাবে জব্ডা প্যালাম সেই ঘটনা শুনেন।'

একটু দম নিয়ে সে শুরু করে, 'মুনে করেন যে, এখানে চাক্রী পাওয়াডা কি কঠিন, সেডাতো আপনি ভালো কর্যাই জানেন। যেখানেই যাই সেখানেই জিজ্ঞাস করে- তুমার প্রিভিয়াশ এক্সপেরিয়েন্শ আছে? আচ্ছা বুলেন তো- ক্লিনিং জবের জন্যা কি কোন এক্সপেরিয়েন্শ এর দরকার আছে? আর ধরেন আমি গরীব ঘরের ছেলা হলেও আমার বাপ দাদা চোদ্দ গুষ্ঠী কেউ কুনো দিন দেশে শুইপারের কাজ কর্যাছে? য্যাক্গা যেটা বুলছিলাম- গেলাম একটা কোম্পানীতে, দেখা করল্যাম বশের সাথে। বশ বুললো- আমাদের তো এখন লোকের দরকার নাই, তবে আমাদের এখানে তোমার আসার জন্য ধন্যবাদ। আমি মুনে করেন যে ওগ্লা কথায় কানই দিল্যাম না। বুল্ল্যাম- আমার চাক্রী খুব দরকার- তুমি আমাখে চাক্রী না দেওয়া পর্যন্ত আমি এখান থ্যাকা য্যাছিনা। এই বুল্যা আমি অদের গেটের কাছে গ্যাঁট হয়া বস্যা থ্যাকলাম। অরা আমাকে অনেক অনুরোধ করলো চল্যা যাওয়ার জন্যা। কিন্তু আমার একই কথা জব্ না লিয়্যা আমি এখান থ্যাকা লড়ছিনা।'

হাসান আবার দম নেয়, তারপর বলতে শুরু করে,' তারপর মুনে করেন যে অরা নিজেদের মধ্যে কি সব গুজ গুজ ফিস ফিস করলো- তারপর আমাকে ড্যাকা বুললো- তুমি যে কোন জায়গায় কাজ করতে প্যারবা? আমি বুল্ল্যাম, আপনারা যদি আমাকে হাবিয়া দোজখেও কাজ করতে পাঠান তাথেও আমি রাজী আছি। - এই হলো আমার জব্ পাওয়ার হিশটোরী।'

তারপর একটু থেমে হাসান আবার বলে, 'খালি আমার নিজের কথায় বুলছি এতক্ষণ ধর‍্যা। এবার বুলেন আপনার কথা - কেমন চলছে দিনকাল?' আমি মিনমিন করে বললাম, 'এই তো চলছে এক রকম।'

সে আবারও মহা উৎসাহ নিয়ে শুরু করলো, 'শুনেন, আপনাখে একটা বুদ্ধি শিখিয়া দিই। বুদ্ধিটা প্যায়াছি একটা ফ্রেন্ডের কাছ থ্যাকা। আপনি চ্যার পাঁচ রকমের বায়োডাটা তৈরি কর‍্যা র‍্যাখবেন। মুনে করেন যে, আপনি হাউস কিপিং কাজের জন্যা দরখাস্ত করবেন - - হাউস কিপিং এর কাজ মানে বুঝলেন তো ঐ যে বড় বড় আবাসিক হোটেলের রুম গুল্যাতে বিছ্‌ন্যা বালিশ গুছিয়া র‍্যাখতে হয়- শুন্যা মুনে হয় কত সহজ কিন্তু যারা করে তারা জানে করতে য্যায়া কেমন হালুয়া টাইট হয়্যা যায় - এর জন্যা আবার ট্রেনিং লিতে হয় এক মাস - জবর দেশ এডা।- য্যাক্ যেটা বুলছিল্যাম - আপনার ওই বায়োডাটাতে দেখাবেন যে, দেশে আপনার ফাদারের নিজস্ব হাউস কিপিং ব্যবসা আছে আর আপনি ওখ্যানে ম্যানেজারী কর‍্যা অ্যাসাছেন। — দ্যাখেন আপনার চাক্‌রী হয় কিনা। - ড্যাকা চাক্‌রী দিবে। আর একটা কথা - এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দেখাবেন ইন্টারমিডিয়েট পাশ। আর যদি দেখান আপনি মাস্টার ডিগ্রি পাশ আর দেশে অফিশারের চাকরী কর‍্যাছেন -চাক্‌রী আপনার জীবনেও হবেনা।'

একটু থেমে আবারও দম নেয় সে। তারপর বলে, 'আপনি তো ল্যাকেম্বায় থাকেন?' আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

সে কিছু সময় নীরব থাকলো। আমাদের বগীটা হঠাৎ করে শান্ত হয়ে গেল। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে আচমকা সে বলে উঠলো, 'ভুড়ি খ্যায়্যাছেন?' অপ্রাসঙ্গিকভাবে এই প্রশ্নটা হঠাৎ সে কেন করলো বুঝে উঠতে পারলাম না। সে আবার বললো, 'সেদিন আফরোজা আপার বাড়িতে খ্যাল্যাম বুঝলেন, ভালোয় ল্যাগলো খ্যাতে কিন্তু এখানকার ভুড়িতে কেমিক্যাল থাকে।'

এরপর আরও অনেক কথা সে বলে চললো। সব কিছু মনে নাই। তবে বেঁচে থাকা, কাজ করা আর যে কোন কিছু করার মধ্যে জীবনের যে বিপুল আনন্দ আর প্রেরণা তার মধ্যে কাজ করছে তাকে দেখে, তার কথা শুনে অনুভব করলাম।

অনেক দিন হাসানের সাথে দেখা নেই। কোথায় আছে তাও জানিনা। এই সিড্‌নী শহরের কোনখানে নিশ্চয় সে আছে। শেষবার তার সাথে দেখা হয়েছিল মাস খানেক আগে সিটিতে।

আমি পিট্ স্ট্রিট ধরে এগিয়ে আসছি - যাব টাউন হলে। হঠাৎ দেখি আমাদের হাসান। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। অসংখ্য মানুষের আনাগোনা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। শেষ বিকেলের রোদ এসে পড়েছে ওর মুখে। সময়টা বড় সুন্দর। আমি কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'হাসান-'। সে চমকে আমার দিকে তাকালো। ওর মুখটা হাসিতে ভরে উঠলো। স্বভাবসুলভ উচ্চ স্বরে বলে উঠলো,' আরে ফয়শাল ভাই- - ম্যালা দিন পর দ্যাখা হলো গো- কেমন আছেন?'

‘আমি ভালো আছি, তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো?’
‘কিছুনা, এমনি লোকজন দেখছি-’
‘তা তোমার জব্ কেমন চলছে?’
‘আপনাদের পাঁচ জনার দুয়াতে ভালোই চলছে।’

তারপর কি যেন মনে করে হঠাৎ সে বলে উঠে,‘ আপনার সাথে দেখা হয়া ভালোই হলো, দাঁড়ান আপনাখে একটা জিনিস দেখাই।’ কথাটা বলে সে তার প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট প্যাকেট বের করে। প্যাকেট খুলে সে আমার সামনে মেলে ধরে। একটা গয়না- মনে হলো গলার হার। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বললো,‘ মায়ের জন্যা কিন্যাছি, দ্যাখেন তো কেমন হলো?’ আমি মাথা নেড়ে বললাম,‘খুব ভাল।’
‘দাম কত শুনবেন?’
‘কত?’
‘দেড়শ ডলার’- দাম অবশ্য একটু বেশিই পড়লো-তা হোক- মা প্যায়া খুশি হবেনা?’
‘অবশ্যই খুশি হবে’। বললাম আমি।
‘একটা ফ্রেন্ড দেশে য্যাছে - অর হাতেই পাঠাবো।’

হাসানের মুখ খানা হঠাৎ করেই বিষাদে ভরে উঠলো। বললো,‘কতদিন মাখে দেখিনা- খুব দেখতে ইচ্ছা করে।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে,‘খুব ছোট বেলায় আমার আব্বা মারা যায়। আমার মা আমাখে যে কত কষ্ট কর্যা মানুষ কর্যাছে আপনি কল্পনাও করতে প্যারবেন না। এরকম গয়না পরা দূরে থ্যাক্ চোখেও দেখেনি কত দিন’। হাসানের চোখ জলে টল মল করে উঠলো। এক ফোঁটা অশ্রু তার গাল গড়িয়ে সিড্নীর ধুলায় টপ্ করে পড়লো।

হাসানের সাথে ওটাই আমার শেষ দেখা। মাঝে মাঝে ওর কথা মনে হয়। আর গয়না পেয়ে ওর মায়ের মুখে খুশির কেমন অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল তা দেখার জন্য প্রাণের ভিতর প্রায়ই আকুলি বিকুলি করে।

- - - - - - - - সমাপ্ত - - - - - - -

জামিল হাসান সুজনের পুর্বের লেখাগুলো পড়তে হলে এখানে টোকা মারুন